Constitutional Quicksand of the Doctrine of Basic Structure

১।

জুডিশিয়াল রিভিয়্যু ধারণাটি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বা গঠনতন্ত্রের কোথাও কেউ খুঁজে পাবেন না। কিন্তু এই ধারণাটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিকতার (Constitutionalism) মূল ভিত্তি। ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নানান রাষ্ট্রে এই ধারণাটি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক সংবিধানে মৌলিক কাঠামো ধারণাটিও কেউ খুঁজে পাবেন না। কিন্তু এসব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত এই ধারণা এস্তেমাল করে। জুডিশিয়াল রিভিয়্যুর ধারণাটি বিকাশ লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে মারবুরি বনাম মেডিসন (১৮০৩) মামলায়। আদালত ঘোষণা করে আইনবিভাগ চাইলে যথেচ্ছা আইন প্রণয়ন করতে পারে না। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত কেশাভানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৭৩) মামলায় ঘোষণা করেন, আইনবিভাগ চাইলেই সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। সংবিধানের মূল একটি গঠন আছে যা পরিবর্তন করলে সংবিধান বা গঠনতন্ত্রকে আর চেনা যায় না। এই মূল গাঠনিক কাঠামোটি পরিবর্তন করা যায় না। বাংলাদেশে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ (১৯৮৯) মামলায় এই ধারণাটি আত্মস্থ করা হয়।

২।

*আনোয়ার হোসেন চৌধুরী* মামলায় ড. কামাল হোসেন দাবি করেন, মৌলিক কাঠামো তত্ত্বের উৎপত্তি তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টের একটি মামলায়। মামলাটির নাম মোহাম্মদ আব্দুল হক বনাম ফজলুল কাদের চৌধুরী। পরবর্তীতে মামলাটির আপিল যায় পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি কর্নেলিয়াস সাংবিধানিক অসুবিধা দূরীকরণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্তর্নিহিত সীমা বর্ণনা করতে যেয়ে *fundamental* অথবা *essential features of the Constitution*, *fundamentals of the Constitution*, *basic structure of Government* ইত্যাদি শব্দ বা শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। বিচারপতি কর্নেলিয়াস Cooley-র Constitutional Limitations বই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিচারপতি কর্নেলিয়াসের করা মন্তব্য পরে *সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান* মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মুধলকর তার ভিন্নমতাবলম্বী রায়ে (dissenting judgment) উদ্ধৃত করেন। পরে এই রায় *গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব* (১৯৬৭) মামলায় উদ্ধৃত হয়। গোলকনাথ মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ব্যবহার করে মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাবে না। কিন্তু এই মামলার কার্যকারিতা ভবিষ্যত সংশোধনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় বিতর্কায়িত সংশোধনীটি বাতিল করা হয় না। পরে *কেশভানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য* (১৯৭৩) মামলায় মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাবে না এমন কথা বলা না হলেও সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা যাবে না মর্মে রায় দেওয়া হয়।

Dietrich Conrad নামক এক জার্মান জুরিস্ট ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ‘implied limitations’ ধারণার উপর বক্তৃতা দেন। গোলকনাথ মামলার কৌঁসুলি নাম্বিয়ারের নজরে আসে Indian Yearbook of International Affairs, XV-XVI (১৯৬৬-১৯৬৭) প্রকাশিত কনরাডের বক্তৃতার লিখিতরূপ Limitation of Amendment Procedures and the Constituent Power. *কেশভানন্দ ভারতী* মামলায় বাদীর আইনজীবী পাল্কিওয়ালাও কনরাডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমাদের অষ্টম সংশোধনী মামলাতেও কনরাড সাহেবের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। কনরাড তার লেখায় জানাচ্ছেন, ইউরোপিয় সাংবিধানিক আইনের মূলনীতি হল মৌলিক সাংবিধানিক নীতিগুলো চাইলেই সংশোধন করা যায় না। সংশোধনী ক্ষমতার অন্তর্নিহিত সীমানা আছে এবং তা অলঙ্ঘনীয়।

৩।
জন রলস তার বই Justice as Fairness: A Restatement-এ constitutional essentials শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। উনি শব্দগুচ্ছ দিয়ে যা বুঝিয়েছেন তা মৌলিক কাঠামো তত্ত্বের কাছাকাছি এক তত্ত্ব।  কিন্তু রলস সাহেবের মতে, এই সাংবিধানিক অপরিহার্য নীতিগুলো রাজনৈতিকভাবে স্থিরকৃত, বিচারকদের দ্বারা স্থিরকৃত নয়। সলিমুল্লাহ খানের মতে, বিচারকদের দ্বারা স্থিরকৃত এই মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তার মতে, গণতন্ত্র হল সকল মৌলিক কাঠামোর মূলভিত্তি।

র‍্যান হার্শল রাজনীতির বিচার বিভাগীকরণ (judicialization of politics) বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। তার মতে, রাজনীতির বিচার বিভাগীকরণের তিনটি দিক আছে। তার একটি দিক হল বিশুদ্ধ রাজনীতির (pure politics) বা মেগা-পলিটিক্সের বিচার বিভাগীকরণ (judicialization of pure politics/ mega-politics).

বিশুদ্ধ রাজনীতি বা মেগা-পলিটিক্সের উদাহরণ হল- সামষ্টিক আত্মপরিচয়, জাতিগঠনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি। এক লেখায় রিদওয়ানুল হক লিখেছেন, বিচার বিভাগ খুব সীমিত ক্ষেত্রে এবং কেবল রাষ্ট্রীয় আত্মপরিচয় (identity) রক্ষার্থে মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব প্রয়োগ করে সংবিধান সংশোধনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারেন। অন্যথায় নয়। কিন্তু সলিমুল্লাহ খান তার উপর্যুক্ত লেখায় প্রশ্ন তুলেছেন, অষ্টম সংশধনী মামলার পরে তো রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি-শাসিত না-থেকে তো সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়াটা কি মৌলিক কাঠামোর বিরুদ্ধে যায় না? বা এখন যদি সংসদ সব দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক থেকে ফেডারেল বা সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে চায় সেটা কি মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন হবে না? সেটা কি রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে পরিবর্তিত করবে না? সেজন্য কি তা বাতিল করবে ‘অনির্বাচিত’ বিচারকেরা? খান সাহেবের মতে, মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। ১৯৭৪ সালে এক লেখায় উপেন্দ্র বকশি লিখেছেন, The untenable premise of the contention is that the right to property coupled with judicial review of legislation affecting it was somehow an obstacle to the very fulfillment of the Directive Principles of State Policy. ভারতের জন্য যা Directive Principles বাংলাদেশের জন্য তা Fundamental Principles of State Policy. উপেন্দ্র বকশির মন্তব্যটি ভাববার মত!